بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

২৬ মার্চ ২০১৭
১২ চৈত্র ১৪২৩

আজ ২৬ মার্চ, আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। এ দিন বাঙালী জাতির পরাধীনতার শিকল ভাঙার দিন, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের দিন। ১৯৭১ সালের এ দিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালী জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানী শাসকদের দুঃশাসন, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে।

আজকের এ দিনে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার তেজোদীপ্ত নেতৃত্ব বাঙালি জাতিকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের প্রতি যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমাদের লাল সবুজের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করি, বৃটিশ-ভারত বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন, ঐতিহাসিক শিক্ষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রামের শহীদদের, যাদের রক্তে রঞ্জিত আমাদের স্বদেশ, যাদের স্মৃতিচিহ্ন সদাভাস্বর আমাদের মহান জাতীয় পতাকায়। আমাদের স্বাধীনতা তাঁদের ত্যাগকে করেছে সার্থক ও মহিয়ান ।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে অতর্কিত নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালীর উপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ঢাকাসহ দেশের শহরগুলোতে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে । একাত্তরের ২৫ মার্চে কালরাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বর্বরোচিত ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞকে "গণহত্যা দিবস" হিসাবে পালনের জন্য ১১ মার্চ ২০১৭ তারিখে বর্তমান জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

২৬ মার্চ একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বীর শহীদসহ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য অবদানকারীদের স্মরণ করার দিন তেমনি যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালী জাতি সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছিল সেই চেতনা বাস্তবায়নের শপথ নেয়ারও দিন। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার একটি উপলক্ষ্য।

একটি অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের জন্য জাতির পিতার যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে আজ বাংলাদেশের জনগণ মুক্তি পেয়েছে ক্ষুধার যন্ত্রনা ও চরম দারিদ্রের কষাঘাত হতে। ৭.১ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, ৩২ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও ১৪৬৬ মার্কিন ডলারের মাথাপিছু আয়সহ অনুকূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে আর্থ-সামাজিক খাতে লক্ষণীয় অগ্রগতিসহ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে আজকের বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের একটি রোল মডেল। বাংলাদেশের এ পরিবর্তন- সমৃদ্ধির দিকে, কল্যাণের দিকে। আর এ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শামিল আপনারাও অর্থাৎ আমার প্রবাসী ভাই-বোনেরা। মাতৃভূমির প্রতি, পরিবারের প্রতি আপনাদের ভালোবাসার প্রতিফলনই আজকের ১৪.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশী প্রবাসী আয় যা বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং এরই পথ ধরে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আমরা সবাই নিবেদিতভাবে কাজ করবো - এটাই হোক স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এম.পি)

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd